সংবাদ

তারিখ ... 2 8 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ২

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সাব-কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত

● প্রস্তাবিত আইনের ৯৫ ভাগ বহাল থাকছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০১০ এর বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটি। চলতি মাসের ২৩ তারিখে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুপারিশ গ্রহণ শেষ করে সাব-কমিটি এখন বিলটির চূড়ান্ত সংশোধনীর সুপারিশমালা প্রণয়ন করছে। চূড়ান্ত সুপারিশমালায় প্রস্তাবিত বিলটির প্রায় ৯৫ ভাগই বহাল রাখা হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সংগঠন এপিইউবি'র অযৌক্তিক সুপারিশকে আমলে নেয়া হচ্ছে না। চূড়ান্ত সুপারিশমালা শেষ করতে ১৫/২০ দিন সময় লাগায় জাতীয় সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনে প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০১০ উত্থাপিত হচ্ছে না। বাজেট অধিবেশনে বিলটি সংসদে উত্থাপিত না হলেও এর পরের অধিবেশনে বিলটি সংসদে উঠবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী উপাচার্যদের যোগ্যতা বৃদ্ধি, টিউশন ফি নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি, এক্রিডিটেশান কাউন্সিল গঠন, সাময়িক অনুমতির শর্তানুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষার্থীদের পৃথক কক্ষ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কক্ষের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামোগত সুবিধা রাখার বিষয়ে সাব-কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশমালায় কোন ছাড় দেয়া হচ্ছে না। বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধির চাপ থাকায় প্রস্তাবিত বিলে (সাময়িক অনুমতিপত্রের জন্য) বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে ন্যূনতম ২৫ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট নিজস্ব বা ভাড়াকৃত ভবন থাকার বিষয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের আপত্তিও গ্রহণ করা হচ্ছে না।

সাব-কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশমালায়, জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা, স্বাধীনতা ও দেশের স্বার্থপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে শাস্তি ও জরিমানার বিষয়টি আরও কঠোর করার প্রস্তাব থাকছে। এ বিষয়ে শাস্তির মাত্রা ৩ বছরের স্থলে সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং জরিমানা ৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লাখ টাকা কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখার প্রস্তাবনা প্রস্তুত করছে সাব-কমিটি। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত বাজানো বাধ্যতামূলক করার বিষয়েও সুপারিশ করা হচ্ছে। সাব-কমিটি যুক্তি দেখাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে বিদেশী সংস্কৃতি চর্চা, লালন ও শিক্ষার্থীদের বিদেশী মতাদর্শে গড়ে তুলছে। এতে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এছাড়া কয়েকটি চূড়ান্ত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

চূড়ান্ত : সুপারিশ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও স্বাধীনতাবিরোধী কিছু শিক্ষক দেশব্যাপী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে।

সাব-কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা সংবাদকে বলেছেন, ৭/৮ বছর ধরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নেয়ের চেষ্টা চলছে। এপিইউবি'র তৎপরতায় তা বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এবার আর বাধাগ্রস্তের সুযোগ নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যেসব প্রতিষ্ঠান বিএনপি-জামায়াতের দলীয় স্বার্থরক্ষা করছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে এবার আইনের আওতায় আনা হচ্ছেই।

সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, চলতি মাসের ২৩ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটি প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০১০ এর বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ শেষ করেছে। এখন সাব-কমিটি চূড়ান্ত সুপারিশমালা ও রিপোর্ট প্রণয়ন করছে। এই রিপোর্ট প্রণয়ন করতে মূল কমিটির কাছ থেকে সাব-কমিটি ১৫ থেকে ২০ দিন সময় নিয়েছেন বলে জানা গেছে। সাব-কমিটির রিপোর্ট জমা দেয়ার পর মূল কমিটি প্রয়োজনে কিছুটা সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারে। এ কারণে বিলটি আগামী মাসের ২ তারিখে শুরু হওয়া বাজেট অধিবেশনে উত্থাপনের সম্ভাবনা একেবারেই কম বলেও সংশ্লিষ্টরা জানান।

সাব-কমিটির সর্বশেষ সভার আগে প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের পর চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর পুন:ভেটিং শেষে বিল আকারে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের পর বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। স্থায়ী কমিটি চলতি বছরের ২১ মার্চ এক সভায় বিলটি পরীক্ষাপূর্বক একটি প্রতিবেদন মূল কমিটিতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের হুইপ মির্জা আজমকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যের ৩ নং সাব-কমিটি গঠন করে। সাব-কমিটির প্রথম বৈঠক চলতি মাসের ৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় এপিইউবি'র সভাপতি সিএম শফি সামি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক উপাচার্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়। সাব-কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় চলতি মাসের ১২ তারিখে। এ সভায়ও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যাল কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করা হয়। বিলটির উপর ধারাক্রমে পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশের কার্যক্রম চলতি মাসের ২৩ তারিখে সাব-কমিটির তৃতীয় সভায় শেষ হয়েছে।

সুশীল সমাজসহ দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা, গুণগতমান ও সুষ্ঠু পরিচালনায় আনতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ২০০৩ সাল থেকে একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা করছে। ইউজিসি'র ধারাবাহিকতায় বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৮ জারি করেছিল। নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বর্তমান সরকার গত বছরের ২১ অক্টোবর মন্ত্রী পরিষদের সভায় 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯' এর নীতিগত অনুমোদন করে। কিন্তু যখনই বিলটিকে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ জোরালো হয়, তখনই এপিইউবি নানাভাবে প্রস্তাবিত আইনটির বিরোধীতা করে।

রাজধানীসহ কয়েকটি জেলায় ভাড়া করা বাড়িতে চলছে বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা এবং স্থায়ী অবকাঠামোগত সুবিধা কোনোটিই নেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিজেদের ইচ্ছেমত টিউশন ফি, উন্নয়ন ফিসহ বিভিন্নভাবে অর্থ আদায় করছে। এরপরও ব্যবসায়িক স্বার্থে আরও ৭০টি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করে। এরমধ্যে ২৫টি আবেদন পড়েছে সরকার দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন হওয়ার আগ পর্যন্ত নতুন আবেদন বিবেচনা করা হচ্ছে না। ইউজিসি জানায়, প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত হলে ৮/১০টি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারবে। শিক্ষার নামে বেপরোয়া বাণিজ্য, বিদেশে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর নামে আদম পাচার এবং সার্টিফিকেট বিক্রি করতে পারবে না।